নিউ টকীজের নিবেদন
দাবী
NEW TALKIES LIMITED

নিউ টকীজের নূতন চিত্র

দাবী

প্রযোজনা—মিঃ কে, ভুলসান

পরিচালনা	কাহিনী	সুরশিল্পী
ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়	**প্রেমেন্দ্র মিত্র**	**রাইচাঁদ বড়াল**

প্রধান কর্ম্মসচিব—অমিয়মাধব সেনগুপ্ত

সঙ্গীত রচনায় ও সংলাপ রচনায় ... ... প্রেমেন্দ্র মিত্র
ব্যবস্থাপনায় ... ... নিত্যানন্দ গুপ্ত
নৃত্য পরিকল্পনায় ... ... সমর ঘোষ
চিত্র-পরিস্ফুটনে ... ... জগৎ রায়চৌধুরী ও পূর্ণ চট্টোঃ
সম্পাদনায় ... ... রাজেন চৌধুরী ও সুকুমার মুখার্জ্জী
প্রচার সচিব ... ... প্রবোধ সরকার

সহকারী পরিচালনায়—অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী, রাজেন চৌধুরী, দুলাল মুখার্জ্জী

সঙ্গীত পরিচালনায়—রসীদ আতরা, সুজিত নাথ

ব্যবস্থাপনায়—গোরা গুপ্ত স্থির-চিত্র গ্রহণে—বিশ্বনাথ ধর

ভূমিকা

সুমিত্রা	পদ্মা দেবী	রায় বাহাদুর	ছবি বিশ্বাস
ডাক্তার শিশির	ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	মিনু	কুমারী মনিকা গাঙ্গুলী
হীরালাল	অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী	বেনীমাধব	ফণি রায়
ইলা	পূর্ণিমা	ইন্সপেক্টর	গোরা গুপ্ত
হরিহর	ডি, জি	ডাঃ ঘোষ	হেম গুপ্ত

জীবেন বোস, বিপিন গুপ্ত, কমলা অধিকারী, তারা ভাদুড়ী, রাধারাণী
সমর ঘোষ, বিজলী, রবি বিশ্বাস, হরিদাস, শীলা প্রভৃতি।

ডিষ্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিং, ৭৬-৩নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ফোন : বি, বি ১১৩ কলিকাতা।

কাহিনী

ভূষণা গ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী বহুদিন পরে নিজের গ্রামে ফিরে এলেন। এক বিরাট সভা আহুত হলো জমিদারকে অভিনন্দিত করার জন্য। জমিদারের ভূয়সী গুণকীর্ত্তনে সভাগৃহ যখন মুখরিত এবং বক্তাগণ জমিদারের প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ তখন ঘটলো এক অঘটন। গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবাগত ডাক্তার শিশির দাঁড়িয়ে উঠে বললে,………

পারিষদ ও তোষামোদকারীর দল ব্যতীত প্রায় সকলেই ডাক্তারকে সমর্থন করলে। হীরালাল প্রভৃতি সভার উদ্যোক্তাগণ বাধ্য করলে ডাক্তারকে বক্তৃতা বন্ধ করতে। কন্যাসহ রায় বাহাদুর রোষভরে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। হীরালালের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সভা আর জমলো না।

ঠিক সেইদিন রাত্রে রায় বাহাদুরের পেটের ঘুমন্ত ব্যাথাটা আবার জেগে উঠলো এবং যন্ত্রণা এতদূর তীব্র হয়ে উঠলো যে রায় বাহাদুরের কন্যা সুমিত্রা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিশির ডাক্তারকে ডাকতে বাধ্য হলো। পিতাকে পরোক্ষভাবে অপমান করার জন্য সুমিত্রা ছিল ডাক্তারের ওপর বিরূপ কিন্তু রায় বাহাদুরের অসুস্থতা নিবন্ধন ডাক্তারের

একাধিকবার আসা যাওয়ায় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে সুমিত্রার মন থেকে গতদিনের বিরূপতা দূরীভূত হলো এবং হলো আর কিছু!

কিছুদিন পরে রায় বাহাদুর সহরে ফিরে গেলেন। শিশির ডাক্তার মাঝে মাঝে সহরে গিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতো।

কিছুদিন এইভাবে কাটবার পর সুমিত্রার মতানুসারে শিশির ডাক্তার একদিন রায় বাহাদুরের কাছে তাঁর কন্যা সুমিত্রার সঙ্গে নিজের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলে। শিশির ডাক্তারের স্পষ্টবাদিতার জন্য রায় বাহাদুর কোনদিনও তার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, তার ওপর এই প্রস্তাবে তিনি একেবারে খধূপের মত জ্বলে উঠলেন এবং ডাক্তারকে স্থানত্যাগ করতে বললেন।

পিতার বিনা অনুমতিতে সুমিত্রা চিরদিনের জন্য পিত্রালয় ছেড়ে শিশিরের সঙ্গে ভূষণা গ্রামে ফিরে এলো। রায় বাহাদুরও অবাধ্য কন্যাকে ত্যাগ করলেন। হীরালালের শ্বশুর বেণীমাধবের বাড়ীতে শিশিরের সঙ্গে সুমিত্রার যথাবিহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হলো।

কূটচক্রী হীরালাল রায় বাহাদুরের সম্মতিক্রমে শিশিরকে যেন-তেন-প্রকারেণ জব্দ ক'রতে বদ্ধপরিকর হলো। ডাক্তারের ওপর তার বিজাতীয় ক্রোধ আজ নূতন নয়!

সে দিন যেমনি জল, তেমনি ঝড়। সেই দুর্য্যোগের রাতে রোগীর বাড়ী থেকে ডাক এলো, কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার না গিয়ে পারলে না। রোগীর নাম বেণীমাধব রায়, অথচ এ রোগী হীরালালের শ্বশুর নয়; তা নাই হোক—একজনের নাম কি দু'জনের থাকতে পারে না। ডাক্তার অসঙ্কোচে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলে বেণীমাধব রায়ের নামে।

পরদিন ভোরে শোনা গেল, হীরালালের শ্বশুর বেণীমাধব গতরাত্রে হঠাৎ মারা গেছেন। শিশির হীরালালের শ্বশুরালয়ে যাওয়া মাত্র পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করলে।

বেণীমাধব রায়ের নামে লেখা ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়ে হীরালাল জানালেন যে, শিশির ডাক্তারের দেওয়া বিষাক্ত ওষুধ সেবনের ফলে শ্বশুর তার মারা গেছেন।

রায় বাহাদুরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রতে এসে বিমুখ হ'য়ে ফিরে গেল সুমিত্রা। ডাক্তার নির্দ্দোষ একথা প্রমাণ করা গেল না কোর্টে, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় শিশিরের হলো কারাবাস। পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করলে সুমিত্রা, সে বাবার কাছে ফিরে গেল না। গর্ভবতী সুমিত্রার ভার গ্রহণ করলে শিশিরের বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার হরিহর। ওরা গ্রামের মায়া কাটিয়ে সহরে ফিরে এলো।

* * * * * *

কেটে গেছে সুদীর্ঘ দিন। সুমিত্রার কন্যা মিনু এখন বড় হয়েছে, স্কুলে পড়ে। বৃদ্ধ হরিহর দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে ওদের মা ও মেয়েকে সুখে রাখতে চেষ্টা করে। গরীবের সংসার চলে অতি দীন ভাবে। দীনতার জন্য স্কুলের মেয়েরা মিনুকে ঠাট্টা করে। মিনু বলে যে, সত্যি তারা গরীব নয়! তার দাদামশাই একজন বিখ্যাত জমিদার। দাদামশাইয়ের গল্প সে তার হরিদার মুখে প্রায়ই শোনে। স্কুলের মেয়েরা তার দাদুর নাম জানতে চায়। মিনুর কাকুতি মিনতিতে হরিহর সুমিত্রাকে লুকিয়ে তার দাদুর নাম বলেন। স্কুলের মেয়েরা তাকে একদিন বাসে করে নিয়ে গিয়ে রায় বাহাদুরের ফটকের সামনে নামিয়ে দেয়। জেদের বসে মিনু রায় বাহাদুরের বাড়ী গিয়ে ঢোকে। রায় বাহাদুর অনুমান করেন যে, মিনু তাঁরই নাতনী, সুমিত্রার কন্যা। মিনুকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু নিজের সঠিক পরিচয় না দিয়ে রায় বাহাদুরের বন্ধু ব'লে পরিচয় দেন। সেই দিন থেকে রায় বাহাদুরের বিরাট মোটারে করে মিনুকে স্কুলে আসতে দেখা যায়। সুমিত্রা এ সবের কিছুই জানে না।

শ্বশুরের মৃত্যুর পর পত্নীত্যাগী হীরালাল শ্বশুরালয়ে গিয়ে উঠলেন। বেণীমাধবের ছিল একটি ছোটখাটো যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠান, হীরালাল সেই সব কারখানার যন্ত্রপাতি সরিয়ে কারখানা তুলে দেবার উদ্দেশ্যে লোকজন নিযুক্ত ক'রলে কিন্তু বাধা পেলে বেণীমাধবের কনিষ্ঠা কন্যা ইলার কাছ থেকে, সে কিছুতেই তার পিতার স্মৃতি লুপ্ত হ'তে দেবে না। শ্যালিকার ওপর ক্ষিপ্ত হীরালাল নিজেই গেল যন্ত্রপাতি ফেলে দিতে, হুড়মুড় করে একরাশ যন্ত্রপাতি এসে পড়লো হীরালালের ওপর।

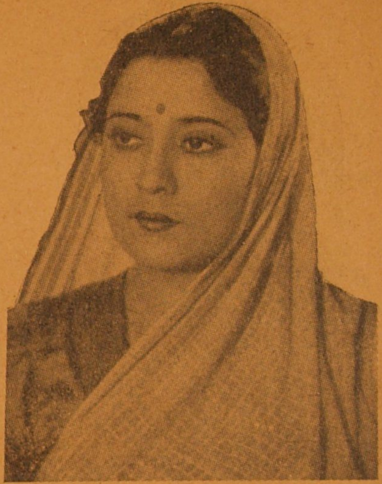

মরণাপন্ন হীরালালকে নিয়ে আসা হলো ক'লকাতায় রায় বাহাদুরের কাছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বে সে চায় স্বীকারোক্তি ক'রে যেতে—'শিশির ডাক্তার নির্দ্দোষ, তারই চক্রান্তে ডাক্তারের লেখা প্রেসকৃপসান বদল করা হয় এবং সে-ই তার শ্বশুরের মৃত্যুর জন্য দায়ী।' কিন্তু শেষ আশা পূর্ণ হবার আগেই হীরালালের মৃত্যু হলো।

ডাক্তার জেলে * * * মিনুদের দিন কাটে অনশনে, অর্দ্ধাশনে * * * * * * * মর্ম্মাহত রায় বাহাদুরের বিনিদ্র রজনী কাটে ঐশ্বর্য্যের দুগ্ধফেণনিভ কণ্টক শয্যায়!

এই অন্তহীন সমস্যার সমাধান রূপালী পর্দ্দায় দেখুন!

'দাবী' কথাচিত্রে মিনুকে তার দাদামশায় যে সুন্দর খেলনাগুলি উপহার দিয়েছিলেন সেগুলি

কে, বি, নান এণ্ড কোম্পানীর

সৌজন্যের নিদর্শন ঃ

এঁদের ঠিকানা ঃ

২৩৩, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট ঃ ক্যাল ১২৭৪

৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট ঃ ক্যাল ৪৩৭৯

সঙ্গীত

ইলার গান (১)

পাতা গুলি শুধু বলে
উড়ে যাই
কবে ঝড় আসবে যে
ভাবে তাই।
আকাশ ত নয় আর
পাখীদের একলার
বলে, সেথা আমাদেরও
আছে ঠাঁই।
ঝড় এলে হবে সব
(জানে তারা) একাকার
পাখী আর উড়ো পাতা
(তখন যে) চেনা ভার।
কান পেতে সারা 'খন
শোনে তাই গরজন
দেখে দূরে মেঘে জ্বালা
রোশনাই।

সুমিত্রার গান (২)

কখন তুমি শুনবে বল
কোথায় অবসর
আমার বনের ঝরা পাতার
ব্যাকুল মরমর।
দূরের আকাশ তোমায় ডাকে
দোলা লাগে আমার শাখে।
মেঘের শওয়ার মাটির মনের
রাখে কি খবর?
তবু হৃদয় কেঁদেছে যে—
এইটুকু থাক মনে
ধন্য হ'লো চির বেদন
বারেক শিহরণে!
বাঁধন-হারা বাতাস তুমি
মাটিই বাঁধা কানন ভূমি
বুকের বিফল কথা যত
বিছায় ধূলিপর।

ইলার গান (৩)

মেঘে ও মাটিতে ছিল আড়ি
মাটি ছিল তেতে মেঘেতে বিজলী
যেন বা জবাব তারি।
সহসা হ'ল যে কি আকাশ পানে দেখি
মেঘেতে মাটিতে একাকার
কার হৃদয় কে নিল কাড়ি।
আজি ঝর ঝর সারাটি প্রহর
শুধু আদরের গান
সজল হাওয়ায় কোথা ভেসে যায়
যত রাগ অভিমান।
গগনেতে গুরু গুরু
শোনা যায় দুরু দুরু
বুঝি বা ব্যাকুল দু'জনার বুক
পাছে হয় ছাড়া ছাড়ি।

সুমিত্রার গান (৪)

ঘুম আজ নেই চোখে
রাত এত মিষ্টি!
বাতিটি নিভানো ঘরে
বাইরেতে বৃষ্টি!
জানালাটা খোলা থাক্
যায় চুল ভিজে যাক্
ক্ষ্যাপা বাজ হেঁকে যাক্
ঝলসিয়ে দৃষ্টি!
মুখে আর বলবে কি?
হাতে হাত জড়ানো!
আঁখি হ'তে আকাশেতে
ও বিজলী ছড়ানো।
শোন ওঠ ঝর ঝর
কার সোহাগের স্বর
কি মিলন মনোহর
যাচে যেন সৃষ্টি।

মিনুর গান (৫)

চুপ্ চুপ্ চুপ্ সব খবদ্দার
গোলমাল করেছ কি, খেতে হবে মার!
পুষি তুমি আন দেখি পড়া
মিউ থেকে ম্যাও, মিহি থেকে চড়া!
কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ সব
মুখস্থ চাই ভুলোটার!
খালি বুঝি উস্ খুস্ মন,
মতলব খালি পালাবার!
পড়াশুনো হবে তবে ছাই
বলবে সবাই জানোয়ার!
বুঝি তুমি একেবারে গরু
শিং দুটো শুধুই যা সরু
হাম্বা যে ইংরিজী নয়
তোমায় বোঝাব কতবার!

মিনু ও বালিকাদের গান (৬)

সেই সে সাগর দক্ষিণে
সেথান থেকে পথ চিনে
এলেম আমি, আমায় বল কে ডাকে?
আমরা যে, আমরা যে!
তোমরা কারা? আছ কোথায়?
দাওনা সাড়া সময় যে যায়,
অনেক দূরের পাড়ি আমার
ফাগুন থেকে বৈশাখে!
—কে ডাকে?
আমি শিরিষ, আমি পারুল,
ছোট্ট যুথী আমি বকুল,
শীতের ভয়ে লুকিয়ে আছি
আমরা যত বনের মুকুল!
ভয় কোরনা ভাবনা নাই
শীতের শাসন হেসে তাড়াই
এই তোমাদের ছুঁয়ে যে যাই
হাসি ফুটুক সব শাখে।

১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাইমার পরিবেশনে আগামী চিত্র-আকর্ষণঃ

প্রাইমা ফিল্মসের প্রযোজনায়
ফিল্ম কর্পোরেশনের
রহস্যঘন ক্রাইম-ড্রামা

পাপের পথে

পরিচালক : : প্রফুল্ল রায়
সুরশিল্পী : : : : : : :
: হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর)
ভূমিকায়ঃ জীবন, জহর, জ্যোতিঃ-
প্রকাশ, পদ্মা, সাবিত্রী, রেবা,
অরুণা, ভুজঙ্গ, কানু, হরেন,
জীবেন প্রভৃতি।

ইষ্টার্ণ টকিজের
আগামী চিত্র-নিবেদন
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

শহর থেকে দূরে

পরিচালনা : : : শৈলজানন্দ
সুরশিল্পীঃ : : সুবল দাশ গুপ্ত
ভূমিকায়ঃ যাদের দেখলে আপনারা
সবচেয়ে খুশী হন।

নিউ থিয়েটার্সের
আগামী ছবি

দুই পুরুষ

কাহিনীঃ তারাশঙ্কর
বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক :
সুবোধ মিত্র
সুরশিল্পীঃ
পঙ্কজ মল্লিক

মূল্য দুই আনা।